যুগান্তর

তারিখ 28 SEP 2005
পৃষ্ঠা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপা উত্তেজনা

ছাত্রলীগের বিক্ষোভ : আন্দোলন ঠেকাতে ছাত্রদলের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে। এমনকি বড় ধরনের রক্তপাতের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাত ছাত্র সংগঠনের মিছিলে বোমা হামলার পর এ আশঙ্কা বেড়ে গেছে। গতকালও ছাত্রলীগ এ হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। অপরদিকে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে সব ধরনের আন্দোলন দমনে ও অরাজকতা দৃঢ়হস্তে দমন করতে পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে হল পর্যায়ের সব নেতাকে নিয়ে ডাকসু ভবনে রুদ্ধদ্বার বৈঠকও করেছে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্তমান জোট সরকার নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য দলীয়করণের অংশ হিসেবে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এ নিয়োগ বাতিলসহ সব ধরনের দলীয়করণের প্রতিবাদে সোমবার ছাত্রলীগ নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাত ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলের এক পর্যায়ে হঠাৎ করে কে বা কারা বোমা ছুড়লে মিছিলে অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ৪ জন আহত হয়। এ বোমা হামলার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার ছাত্রলীগ নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাত ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত শিকদার, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, আসদ ছাত্রলীগের শরিফুল কবির স্বপন, সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের বলরাম পোদ্দার, মারুফা আক্তার পপি, ওহিদুর রহমান টিপু, আবদুল আলীম প্রমুখ। সমাবেশে লিয়াকত শিকদার বলেন, ক্ষমতার হালুয়া-রুটি ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল যখন চরম পর্যায়ে, তখনই ছাত্র সমাজকে আতঙ্কিত করতে এ বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এছাড়া, সরকারের অবৈধভাবে দলীয়করণের প্রতিবাদও যেন চূড়ান্ত আন্দোলনের রূপ নিতে না পারে সেজন্য পরিকল্পিতভাবে বোমা হামলা ও গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ষড়যন্ত্র যে কোন মূল্যে বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতিহত করবে। নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের দায়ভার ছাত্রলীগের ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা কখনও সফল হবে না। বাংলার ছাত্রসমাজ আজ জেগে উঠেছে। সব ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ছাত্রলীগ দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে জোট সরকারের পতন ত্বরান্বিত করবে।

মিছিলে বোমা হামলার নিন্দা

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী, ছাত্র সংগঠনের মিছিলে বোমা হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, খালেদা-নিজামী সরকার দলীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া ছাড়াও ক্যাম্পাসকে অশান্ত করার জন্য তাদের ছাত্র সংগঠনকে লেলিয়ে দিয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে দখলদারিত্ব বজায় রাখতে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের ওপর বোমা হামলা চালানো হচ্ছে এবং শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, যখন কোন সরকারের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানায়, তখনই সরকারি দল তার ছাত্র সংগঠন লেলিয়ে দিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালায়। আজ গোটা দেশ উগ্র মৌলবাদীদের বোমা-গ্রেনেড হামলায় অশান্ত হয়ে পড়েছে। একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দলীয় বাহিনী দিয়ে অশান্ত করে রাখছে। নেতৃবৃন্দ এ অবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম এমপি অপর এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগসহ সাত ছাত্র সংগঠনের মিছিলে ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের বোমা হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের অবৈধ নিয়োগ বাতিলের দাবিতে যখনই আন্দোলন শুরু হয়েছে, তখনই বোমা হামলা করে আন্দোলন বানচালের চেষ্টা করা হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ছাত্রদলের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

গতকাল ছাত্রদল রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল, সহ-সভাপতি শফিউল ইসলাম বাবুল, মোস্তফা খান সফরী, আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ওমর ফারুক সাফিন এবং সব হল শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বৈঠকে আর কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি।

সূত্র জানায়, বৈঠকে জসীম উদ্‌দীন ও জগন্নাথ হলসহ অন্যান্য হলের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার জন্য হলের নেতাদের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ না মানলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। এছাড়া, ক্যাম্পাসে সরকারবিরোধী যে কোন আন্দোলন কঠোরভাবে দমনে সবসময় প্রস্তুত থাকতেও হল পর্যায়ের নেতাদের নির্দেশ দেয়া হয়। বৈঠকে বলা হয়, এখন সরকারবিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে এ আন্দোলন হবে। যে কোন আন্দোলন যেন গণআন্দোলনে পরিণত না হয় সেজন্য শুরুতেই সব আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র চিহ্নিত করতে হবে। সেজন্য সব পর্যায়ে নেতাকর্মীদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় বলে সূত্র জানায়।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বোমা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুন ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ আজকের কর্মসূচিতে যোগদান ও সফল করার জন্য হলের সব নেতাকর্মীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।